সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৪২
WEEKLY BOOKLET: 442

আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় জিনিস দেওয়া

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়ান)

- হযরত আবু যর গিফারী ﷺ এর উত্তম উট ২
- পছন্দনীয় বাগান আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলেন ৯
- বাঁকা মিসওয়াক ১১
- মদীনার মাছ ১৩

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় জিনিস দেওয়া(১)

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"আল্লাহর রাস্তায় প্রিয় জিনিস দেওয়া"** পড়ে বা শুনে নেয় তার রিযিকে বরকত দাও এবং তাকে তোমার পথে খুশিমনে নিজের প্রিয় জিনিস দেওয়ার তাওফিক দান করে মা-বাবাসহ পরিবারকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখল, যতদিন আমার নাম ওই কিতাবে থাকবে, ফেরেশতারা তার জন্য ইস্তিগফার করতে থাকবে। (মুজামু আউসাত, ১/৪৯৭, হাদিস: ১৮৩৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

---

১. এই বয়ানটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ ২২ রবিউস সানি ১৪১১ হিজরী, ১০ নভেম্বর ১৯৯০ সালে দাওয়াতে ইসলামীর প্রথম মাদানী মারকয গুলজারে হাবিব জামে মসজিদ করাচিতে আশেকানে রাসূলের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় করেছিলেন যা আল মদীনাতুল ইলমিয়া বিভাগ "বয়ানাতে আমীরে আহলে সুন্নাত"এ সংকলন করেন।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত আমাদের অভ্যাস হলো আমরা আল্লাহ পাকের পথে বেঁচে যাওয়া মাল (সম্পদ) দিয়ে থাকি, উদাহরণস্বরূপ খবার খেয়ে নিল আর এখন এর প্রয়োজন নেই তখন বেঁচে যাওয়া খাবার কোন গরীবকে দিয়ে দিই। একইভাবে ঘরে কোনো জিনিস রাখা আছে এবং সেটা আমাদের কাজে লাগছে না, তখন সেটা কোনো মসজিদ বা মাদ্রাসায় দিয়ে দিই। ঠিক তেমনিভাবে বিয়ে ইত্যাদি কোনো অনুষ্ঠানের উপলক্ষ হলো এবং মেহমানদের জন্য প্রচুর (খাবার) রান্না করা হলো, এখন হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা বা বৃষ্টি হয়ে গেল যার কারণে লোক কম এলো এবং দুই-চার ডেকচি খাবার বেঁচে গেল, তখন সেই বেঁচে যাওয়া ডেকচিগুলো এতিমখানা বা হাসপাতালে দিয়ে আসি। এভাবে আমাদের এখানে সাধারণত এটাই পদ্ধতি যে, আমরা আল্লাহ পাকের পথে কেবল সেই জিনিসটাই দিয়ে থাকি যা আমাদের কোনো কাজে লাগে না। এর বিপরীতে আমাদের আসলাফগণ (তথা বুযুর্গগণ) নিজেদের উচ্ছিষ্ট নয়, বরং সবচেয়ে উত্তম, পছন্দনীয় এবং কাজে লাগার মতো জিনিসগুলো আল্লাহ পাকের রাস্তায় খরচ করতেন। উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গে একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা পেশ করা হচ্ছেঃ

হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উত্তম উট

হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মদীনা শরীফের একটি নিকটবর্তী বস্তিতে বাস করতেন। জীবন নির্বাহের জন্য তাঁর কাছে কয়েকটি উট এবং একজন দুর্বল রাখাল ছিল। একবার বনু সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর খেদমতে আরয করলেন, হুযুর! যদি আপনি অনুমতি দেন, তবে আমি আপনার সহচর্যে থেকে আপনার থেকে ফয়েয ও (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) লাভ

করব এবং আপনার রাখালের সাথেও থাকব। সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন, যদি তুমি আমার সাথে থাকতে চাও, তবে তোমাকে আমার আনুগত্য করতে হবে। সে বলল, হুযুর! কোন বিষয়ে আনুগত্য? তিনি বললেন, যখন আমি আমার সম্পদ থেকে কোনো জিনিস আল্লাহর রাস্তায় দেওয়ার কথা বলব, তখন সবচেয়ে সেরা জিনিসটি দিতে হবে। সে এই শর্ত মেনে নিল এবং তাঁর খেদমতে থাকতে লাগল। একদিন কেউ সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে আরয করল, এখানে নদীর তীরে কিছু গরীব লোক বসবাস করছে, সম্ভব হলে আপনি তাদেরকে সাহায্য করুন। তিনি বনু সুলাইম গোত্রের সেই ব্যক্তিকে, যে তাঁর খেদমতে থাকত, তাকে ডাকলেন এবং বললেন, একটি উট নিয়ে এসো। সে উটগুলোর জায়গায় পৌঁছাল এবং সবচেয়ে ভালো উটটি বেঁছে নিলেন, কিন্তু তারপর ভাবলেন যে, এই উটটি সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাহনের জন্য উপযুক্ত এবং অনুগতও বটে, উদ্দেশ্য তো শুধু মাংস বিতরণ করা, সুতরাং এর বদলে এর পরবর্তী একটি নিম্ন স্তরের ভালো উটনী পেশ করলেন। সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন সেই উটনীটি দেখলেন, তখন সেই ব্যক্তিকে বললেন: তুমি খেয়ানত করেছ। সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন এবং সেই উটটিকেই, যা সবচেয়ে সেরা ছিল, জবাই করার জন্য পেশ করলেন। সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে নির্দেশ দিলেন: নদীর পাড়ে যত ঘর বসতি আছে সব গণনা করে নাও এবং আমার ঘরটিও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাও। তারপর উটটিকে জবাই করে সব ঘরে সমানভাবে মাংস পৌঁছে দাও এবং আমার ঘরেও যেন অন্যদের তুলনায় কোনো টুকরো বেশি না যায়, সেদিকে খেয়াল রেখো।

www.dawateislami.net

যখন উটের মাংস বিতরণ করা হলো, তখন সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সেই লোকটিকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: তোমার এবং আমার মাঝে আল্লাহ পাকের পথে উত্তম মাল খরচ করার যে শর্ত নির্ধারিত হয়েছিল, তা কি তুমি ভুলে গিয়েছিলে? সে আরয করল, হুযুর! আমি ভুলিনি বরং আমার মনে ছিল এবং আমি শুরুতেই সেই সেরা উটটিকেই বেছে নিয়েছিলাম, কিন্তু তারপর ভাবলাম যে, এটি আপনার বাহনের জন্য এবং খুব উপকারীও বটে, তাই কেবল আপনার প্রয়োজনের কথা ভেবেই সেটিকে বাদ দিয়েছিলাম। সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি তুমি শুধু আমার প্রয়োজনের জন্যই সেই উটটিকে ছেড়ে দিয়েছিলে? সে আরয করল: জী হুযুর! সত্যিই আপনার প্রয়োজনের জন্যই সেই উটটিকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাকে আমার প্রয়োজনের দিনটি বলে দেব না? শোনো! আমার প্রয়োজন এবং অভাবের দিন তো হলো সেইদিন, যেদিন আমাকে কবরের গর্তে একাকী দাফন করে দেওয়া হবে। বাকি রইল মাল (সম্পদ), তো তার তিনজন অংশীদার আছে: (১) তাকদীর (ভাগ্য) যা সম্পদ নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কারো পরোওয়া করে না (২) ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) যে তোমার মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে যে, কখন তুমি মরবে আর সে তোমার সম্পদের ওপর দখল করবে (৩) তৃতীয় অংশীদার তুমি নিজে। যখন তাকদীর এবং ওয়ারিশ সম্পদ নেওয়ার ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয় না, তখন তুমি নিজের অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে কেন পিছিয়ে থাকো? যতটুকু সম্ভব সেরা থেকে সেরা মাল আল্লাহর পথে দান করে নিজের আখিরাতের জন্য জমা করে নাও। এই কথা বলে তিনি চতুর্থ পারার প্রথমাংশ তিলাওয়াত করলেন।

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰى تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ ۬ؕ
(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা কখনো পূণ্য পর্যন্ত পৌঁছবে না যতক্ষণ আল্লাহর পথে আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করবে না।

এবং তিনি বললেন যে, এই কারণেই আমার কাছে যে সম্পদ সবচেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তা আমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে আমার আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করি। (তাফসীর দুররে মানসুর, পারা: ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯২-এর পাদটীকা, ২/২৬১)

হে আশিকানে রাসূল! সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ-এর চিন্তাভাবনা কতই না চমৎকার ছিল যে, যে মাল সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন, তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে নিজের আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখতেন। হায়! যদি আমাদের চোখ খুলে যেত এবং আমরাও এই আয়াত:

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰى تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ ۬ؕ
(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা কখনো পূণ্য পর্যন্ত পৌঁছবে না যতক্ষণ আল্লাহর পথে আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করবে না।

এই আয়াতের উপর গভীর চিন্তাভাবনাকারী হয়ে যান। মনে রাখবেন! আল্লাহর পথে যেমন জিনিস দিবেন, তেমনই প্রতিদান পাবেন, কারণ দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত, যেমন বীজ বপন করবেন, তেমনই ফসল কাটবেন। (ফয়যুল ক্বদীর, ৩/৭২৮, হাদিস: ৪২৭৩-এর অধীনে, সারসংক্ষেপ)

আফসোস! আমাদের চিন্তাভাবনা হলো আমরা বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে প্রথমে নিজেরা খাই, তারপর বেঁচে যাওয়া খাবার কর্মচারী, গরীব প্রতিবেশী, এতিমখানা এবং মাদ্রাসায় দিয়ে আসি। অথচ হওয়া উচিত ছিল এটাই যে, যেখানে আমরা বিয়েতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করি, সেখানে অন্তত একটি

ডেকচি এই নিয়তে রান্না করাই যে, তা কেবল মহল্লার গরীব মানুষদেরকেই দেওয়া হবে।

প্রথম উপদেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর খেদমতে থাকা ব্যক্তিকে তিনটি কথা বলেছিলেন, যার মধ্যে প্রথম কথাটি ছিল এই যে, ভাগ্য সম্পদ নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কারো পরোওয়া করে না। সত্যিই এমনটাই হয় যে, ভাগ্য যখন চাই, তখন খুব উদারতার সাথে কারো সম্পদ নিয়ে নেয় এবং এভাবে দেখতে দেখতে মানুষের কোটি কোটি বরং শত শত কোটি টাকার "কোম্পানি" জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়। ভাগ্য ধনী-গরীবের পরোওয়া করে না এবং সময়-সুযোগও দেখে না, সে নিজের পুরো অংশ নিয়ে নেয়। ভাগ্য যখন প্রবল হয় তখন হাসতে খেলতে থাকা যুবক চোখের পলকে মৃত্যুর শিকার হয়ে যায়। অতীতে এমন অনেক যুবক দেখা গেছে যাদেরকে মা-বাবা এই কারণে দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আসতে দিতো না যে, কারণ সে যেন মৌলভী না হয়ে যায় এবং দ্বীনদার না হয়ে যায়, হায়! বেচারা ভরা যৌবন অবস্থায় মারা গেল।

দ্বিতীয় উপদেশ

হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর খেদমতে থাকা ব্যক্তিকে দ্বিতীয় কথা এই বললেন যে, তোমার সম্পদের দ্বিতীয় অংশীদার হলো, ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী), যে তোমার মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে যে, কখন তুমি মরবে আর সে তোমার সম্পদের উপর দখল নিবে। সত্যিই আজকাল এমন দেখা যাচ্ছে যে, ওয়ারিসরা এই অপেক্ষায় থাকে যে, যখনই বৃদ্ধ বাবা-মা

মারা যাবেন, আমরা তাদের মাল ও সম্পদের উপর দখলদারী নেব, মানুষ সারা জীবন সম্পদ জমা করতে থাকে কিন্তু সে জানে না যে, তার মৃত্যুর পর ওয়ারিসরা তার সম্পদের সাথে কেমন আচরণ করবে? কখনো কখনো তো ওয়ারিসরা মৃত ব্যক্তির সম্পদ দিয়ে অবৈধ ব্যবসাও শুরু করে দেয়। যেমন,

এক ব্যক্তির বেশ ধর্মীয় মনমানসিকতা ছিল এবং তিনি আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতেমায় অংশগ্রহণও করতেন, তিনি মৃত্যুর আগে একটি দোকান কিনেছিলেন এবং তারপর কিছু সময় পরে খুব গুরুতর অসুস্থ হয়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কয়েকজন ওয়ারিস তাঁর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে ওই দোকানে ফিল্ম, নাটক এবং গান-বাজনার ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি করা শুরু করে, যদিও মৃত ব্যক্তি হালাল রুজি উপার্জন করতেন এবং হারাম রুজি থেকে খুব বেঁচে থাকতেন।

যাইহোক, মৃতব্যক্তি যেই সম্পদগুলো রেখে যাবে, তা ওয়ারিসদের। তারা সেই সম্পদের সাথে যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারে, সেটা তাদের ইচ্ছা। যদি মৃত ব্যক্তি তার ওয়ারিসদের সঠিক তরবিয়্যত (শিক্ষা) না দিয়ে থাকেন, তাহলে এটা খুব কঠিন যে তারা সেই সম্পদ সঠিক জায়গায় ব্যবহার করবে। বরং সেই সম্পদ তাদের জন্য গুনাহের কাজে সাহায্যকারী হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। এই কারণেই যখন হযরত সায়্যিদুনা উমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে মাসলামা বিন আব্দুল মালিক হাযির হয়ে আরয করলেন, হুযুর! আপনি আপনার সন্তানদের ব্যাপারে আমাকে এবং অন্যান্য লোকদেরকে ওসিয়ত করে যান, যাতে আমরা আপনার পরে তাদের জীবন যাত্রার ব্যবস্থা করতে পারি। এটা শুনে তিনি বললেন, উমরের সন্তানদের মধ্যে দুই ধরণের মানুষই হতে পারে: নেক বা বদ (ভালো বা

মন্দ)। যদি তারা নেক হয়, তাহলে আমার তাদের চিন্তার প্রয়োজন নেই, কারণ আল্লাহ পাক নিজেই তাদের অভাব মুক্ত করে দেবেন। আর যদি তারা বদ হয়, তাহলে আমি কেন তাদের সম্পদ দিয়ে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করার কাজে সাহায্য করব? (মুকাশিফাতুল কুলুব, পৃ: ১৪৩ সারসংক্ষেপ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ খরচ করা হোক বা অযথা কাজে, সম্পদ খরচ করার ক্ষেত্রে সাধারণত বৃদ্ধদের তুলনায় যুবকদের মন বেশি খোলা থাকে। সুতরাং, যদি পিতা ধর্মীয় মানসিকতার না হন এবং তিনি সন্তানদের সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষা না করে থাকেন, তাহলে তার ইন্তেকালের পর সন্তানরা গুনাহের কাজে প্রচুর সম্পদ নষ্ট করে থাকে। যদি পিতা খুব বেশি ধনী হন এবং বৃদ্ধও হয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে অ-প্রশিক্ষিত সন্তানরা বাহ্যিকভাবে আব্বু, আব্বু করে, কিন্তু বাস্তবে তারা এই অপেক্ষায় থাকে যে, কখন আব্বুজান আমাদের রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াবেন এবং তারপর আমরা উন্মুক্তভাবে আনন্দ-ফুর্তি করব, কারণ, আব্বুজান খুব কৃপণ, তিনি আমাদের আরাম-আয়েশের কাজে বাধা দেন।

তৃতীয় উপদেশ

সায়্যিদুনা হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللہُ عَنْہُ তাঁর খেদমতে থাকা ব্যক্তিকে তৃতীয় কথা এই ইরশাদ করলেন যে, তোমার সম্পদের তৃতীয় অংশীদার তুমি নিজেই। (অর্থাৎ, যেখানে তাকদীর এবং ওয়ারিসরা সম্পদ নেওয়ার ব্যাপারে কোনো রকম ছাড় দেয় না, সেখানে তুমি নিজের অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে কেন পিছিয়ে থাকো? যতটুকু সম্ভব হয়, উত্তম থেকে উত্তম মাল আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে নিজের আখিরাতের জন্য জমা করে নাও।)

হে আশিকানে রাসূল! সায়্যিদুনা হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর মতো অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ ও ত্যাগের মনোভাব দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সায়্যিদুনা হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর ত্যাগের একটি ঈমান সতেজকারী ঘটনা পড়ুন এবং নিজের জন্য ত্যাগের ভান্ডার জমা করুন।

পছন্দনীয় বাগান আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধনী ছিলেন এবং সবচেয়ে বেশি বাগানও তাঁর কাছে ছিল। তাঁর কাছে একটি খুব বেশি উত্তম বাগান ছিল যার নাম "বায়রুহা" ছিল। এই বাগানের পানি খুব মিষ্টি ছিল এবং এই বাগানের এই মর্যাদাও ছিল যে, প্রিয় আকা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই বাগানে তাশরীফ আনতেন এবং এর পানি পান করতেন। তারপর যখন এই আয়াতে মুবারকা:

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰی تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ ؕ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা কখনো পূণ্য পর্যন্ত পৌঁছবে না যতক্ষণ আল্লাহর পথে আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করবে না।

নাযিল হলো, তখন সায়্যিদুনা হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার সব বাগানের মধ্যে 'বায়রুহা' আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। আর আল্লাহ পাক নির্দেশ করেছেন যে, নিজের পছন্দের জিনিস তাঁর পথে দেওয়া হোক। তাই আমি আমার সবচেয়ে পছন্দের বাগান 'বায়রুহা' আল্লাহ পাকের পথে সদকা করতে চাই।

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুব খুশি হলেন এবং বললেন, এটাকে তোমার আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ভাগ করে দাও। সেই অনুসারে সায়্যিদুনা হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সেই বাগান তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। (সহীহ বুখারী, ১/৪৯৩, হাদিস: ১৪৬১)

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! দেখলেন তো আপনারা! সায়্যিদুনা হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ একটি কুরআনী আয়াত শোনার সাথে সাথেই নিজের সবচেয়ে পছন্দের বাগান আল্লাহ পাকের রাস্তায় সদকা করে দিলেন। অথচ আমরা বার বার কুরআনে পাকের আয়াত শোনার পরেও তা পালন করি না। একটু ভেবে দেখুন! কখনো কি কুরআনের কোনো আয়াত শুনে আমাদের উপর প্রভাব পড়েছে? যেমন, এই আয়াতটি:

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰى تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ ؕ
(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমরা কখনো পূণ্য পর্যন্ত পৌঁছবে না যতক্ষণ আল্লাহর পথে আপন প্রিয় বস্তু ব্যয় করবে না।

এই আয়াতটি শুনে কি আমাদের উপর প্রভাব পড়েছিল যে, আমরা আমাদের পছন্দের জিনিস আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছি? যেমন: আমাদের পছন্দের ঘড়ি, রুমাল বা কলম ইত্যাদি আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছি? মনে রাখবেন! কোনো মিসকীন বা ফকিরকে দেওয়াই শুধু আল্লাহর রাস্তায় দেওয়া নয়, বরং যদি নিজের কোনো পরিচিত ইসলামী ভাইকে নিজের কোনো পছন্দের জিনিস উপহার হিসেবে দেওয়া হয়, তাহলে এটাও আল্লাহর পথে দেওয়াই হলো এবং এটির জন্যও সাওয়াব পাবেন। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ কতই না জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন যে, যেখানেই কুরআনে পাকের কোনো আয়াতে মুবারকা অথবা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোনো

বাণী শুনতেন, তখনই তার প্রভাব তাঁদের হৃদয়ে পড়ত এবং তাঁরা তা পালন করতেন। একটু ভাবুন! কখনো কি কোনো আয়াতে মুবারকা বা হাদিসে পাক শুনে আমাদের মনেও তা তখনই পালন করার মনোভাব এসেছে? হয়তো কখনো আসেনি, আফসোস! আমাদের উপর প্রভাব পড়ে না, আমাদের অন্তর এখন জীবিত নেই এবং দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ঈমানী শক্তি একেবারেই দুর্বল হয়ে গেছে।

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও কতই না উত্তম ঈছার (উৎসর্গ) করতেন, যেমন:

বাঁকা মিসওয়াক

একবার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সফরে ছিলেন, তিনি দুটি মিসওয়াক নিলেন যার মধ্যে একটি ছিল সোজা এবং অন্যটি কিছুটা বাঁকা। তখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোজা মিসওয়াকটি তাঁর সাথীকে দান করলেন এবং যেটি বাঁকা ছিল, সেটি নিজের কাছে রেখে দিলেন। সাহাবী আরয করলেন: আপনি সোজা মিসওয়াকটি রেখে দিতেন এবং আমাকে বাঁকাটি দান করতেন, তিনি ইরশাদ করলেন, যখন দুই মুসাফির বা দুইজন মুসলমান কিছু সময়ের জন্যও সাথে থাকে এবং সেই সময়ে তারা একে অপরের সাথে যেমন ব্যবহার করে, কিয়ামতের দিন সেই সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে।

(ইহয়াউল উলূম, ২/২১৮ সংক্ষেপিত)

হে আশিকানে রাসূল! একটু চিন্তা করুন! আমাদের আচরণ আমাদের সঙ্গীদের সাথে কেমন হয়? অন্যদের অধিকারের খেয়াল রাখা তো দূরের কথা, আজকাল তো মা-বাবার সাথেও মন্দ আচরণ করা হয়। মা যদি কোনো কথা বলেন, সাথে সাথেই তাঁকে ধমক দেওয়া হয়, বাবা কিছু বললে তাঁকে

বাঁকা জবাব দেওয়া হয় এবং ভাই-বোন কিছু বললে তাদের ঝেড়ে ফেলা হয়।

যদি ঘরে কোনো কথা বলতে হয়, তবে ধমক না দিয়ে হয় না এবং কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হয়, যেমন: এই কাজটি কেন করোনি? এই জিনিস এখানে কেন পড়ে আছে? এখানে পরিষ্কার কেন করোনি? ইত্যাদি ইত্যাদি। যেসব বোকা ব্যক্তিরা নিজেদের ঘরে এমন কঠোর মনোভাব অবলম্বন করে, ঘরের লোকেরা তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে যায়।

এমন যুবক, যার ঘরে ঝগড়া-বিবাদ এবং বদ মেজাজি দেখানোর অভ্যাস আছে, যদি হঠাৎ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, মুখে সুন্নাত অনুযায়ী দাড়ি রেখে নেয় এবং মাথায় পাগড়ি সাজিয়ে নেয়, কিন্তু এর পরেও যদি সে ঘরের লোকদের সাথে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করে, তাহলে ঘরের লোকেরা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশকে সমালোচনার লক্ষ্য বস্তু বানাতে শুরু করে দেয়।

মনে রাখবেন! দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে যুক্ত হলেই সব খারাপি দূর হয়ে যায় না, বরং ধীরে ধীরে দূর হয়।

যদি কেউ দাওয়াতে ইসলামীকে সমালোচনার লক্ষ্য বস্তু বানায়, তবে তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করে নিজের ত্রুটি দূর করা উচিত এবং সমালোচনা করা ব্যক্তিদেরকে বলা উচিত যে, যদি আমাদের ত্রুটিগুলোর কারণে আপনার কষ্ট হয়ে থাকে, তবে আমাদের মাফ করে দিন, اِنْ شَآءَ الله ভবিষ্যতে কষ্ট হবে না।

যেসব ইসলামী ভাই দাওয়াতে ইসলামীর ব্যাপারে সমালোচনা করার ব্যক্তিদেরকে ধমক দেন, উদাহরণস্বরূপ আমরা এমন করে দেব বা তেমন

করে দেব, যদি ঘরের লোকেদের মধ্যে কেউ দাওয়াতে ইসলামীকে খারাপ কিছু বলে, তবে তাদের এভাবে ভয় দেখাতে থাকে যে, আমরা ঘর থেকে পালিয়ে যাব বা ঘরের বাসনপত্র ভেঙে দেব ইত্যাদি ইত্যাদি, তবে এমন ব্যক্তিদের হিকমত এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাজ করা উচিত এবং হুমকিপূর্ণ ভাষা অবলম্বন না করে সমালোচনা করা ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দিয়ে বোঝানো উচিত।

দেখুন! যতক্ষণ মানুষের সামনে আমাদের ভালো কর্ম ফুটে উঠবে না এবং ঘৃণা দূর করে ভালোবাসার প্রদীপ জ্বালাবো না, ততক্ষণ আলো হবে না, বরং অন্ধকার অন্ধকারই রয়ে যাবে, সুতরাং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়েরই সংশোধন জরুরি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا ও খুব ঈছার (উৎসর্গ) করতেন, যেমন:

মদীনার মাছ

একবার সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا অসুস্থ হলেন, তখন সায়্যিদুনা নাফে' رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: আমার ভুনা (ভাজা) মাছ খাওয়ার খুব ইচ্ছা হচ্ছে। সেই সময়ে মদীনায়ে মুনাওয়ারায় মাছ পাওয়া যেত না। হযরত নাফে' رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন, অবশেষে দেড় দিরহামের বিনিময়ে একটি মাছ পাওয়া গেল। হযরত নাফে' رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি মাছটি ভুনা করে সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর খেদমতে নিয়ে আসলাম, ঠিক তখনই এক ফকির চলে আসল। তখন তিনি বললেন: এই মাছটি তাকে দিয়ে দাও। আমি আরয করলাম, হুযুর! খুব কষ্টে খুঁজে এনেছি এবং আপনার খাওয়ার ইচ্ছাও আছে, তাই আমি এই মাছটির

টাকা সেই ফকিরকে দিয়ে দিচ্ছি। তিনি বললেন, না, তাকে এই মাছটি দিয়ে দাও। সুতরাং মাছটি উঠিয়ে তাকে দিয়ে দেওয়া হলো। সেই ফকির চলে গেল, তখন সায়্যিদুনা নাফে رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার পিছু নিলেন এবং তার থেকে দেড় দিরহামে কিনে নিলেন এবং পুনরায় সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর খেদমতে হাযির করলেন। সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا জিজ্ঞেস করলেন, এই মাছটি ফেরত আসল কীভাবে? তখন তিনি আরয করলেন, হুযুর! আমি ফকিরের কাছ থেকে দেড় দিরহামে কিনে নিয়েছি। তিনি বললেন: এই মাছটিও তাকে দিয়ে এসো এবং দেড় দিরহামও তার কাছেই থাকতে দাও, কারণ আমি নবীয়ে করীম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছি যে, যে কেউ নিজের পছন্দের জিনিস আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেয়, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন। (ইহয়াউল উলূম, ৩/১১৪ সংক্ষেপিত)

হে আশিকানে রাসূল! দেখলেন তো আপনারা! সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মাছ খেলেন না এবং তা আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলেন। হায় আফসোস! আমরাও যদি এমন হয়ে যায় যে, যদি আমাদের সামনে আমাদের পছন্দের জিনিস বিদ্যমান থাকে, সেটা দেখে আমাদের মনও লালায়িত থাকে, স্বভাবও সেদিকে ঝুঁকে পড়ছে, সেই বিষয়ে আগ্রহও আছে, কিন্তু হঠাৎ আমাদের এই হাদিসে মুবারকা মনে পড়ে যায়, যে ব্যক্তি নিজের পছন্দের জিনিস ছেড়ে দেবে, আল্লাহ পাক তার মাগফিরাত (ক্ষমা) করে দেবেন। (আল-কামিল ফি দোয়াফা-ইর রিজাল, ৬/২২৩ সারসংক্ষেপ)

আর আমরা সেই পছন্দের জিনিসটি কোনো মুসলমানকে বা প্রতিবেশীকে বা ছোট ভাই-বোনকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিই, কারণ ঘরের লোকেদের উপর সদকা করা বেশি সওয়াবের কারণ, اِنْ شَآءَ الله এই মাগফিরাতের সুসংবাদ আমাদের জন্যও হবে।

www.dawateislami.net

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের অবস্থা এর বিপরীত। যখন আমরা খাওয়ার জন্য বসি, তখন ভালো ভালো টুকরোগুলো নিজের কাছাকাছি করে নিই। যদি আল্লাহর রাস্তায় দেওয়ার ইচ্ছাও থাকে, তবে যে খাবার বেঁচে যায়, সেটা উঠিয়ে কোনো গরীবকে দিয়ে দিই। আফসোস! আমাদের খয়রাতও (দান) এমনভাবে বের হয় যে, যতক্ষণ খাবার নিজের কাজে লাগার মতো, ততক্ষণ নিজে রেখে নিলাম, আর যখন নষ্ট হওয়ার ভয় হলো, তখন দান করে দিলাম। আজকাল ঘরে ঘরে ফ্রিজ আছে, তাই যে খাবার বেঁচে যায়, সেটা ফ্রিজে রেখে দেওয়া হয়, তারপর যখন সেটা ফ্রিজে রাখা অবস্থায় দুই তিনদিন কেটে যায়, তখন যেহেতু এখন এর স্বাদে একটু পার্থক্য আসে এবং তা খেতে ভালো লাগে না, তাই কোনো গরিবকে দিয়ে দেওয়া হয়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর রাস্তায় আমাদের পছন্দের জিনিসগুলো সদকা করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া: ১
দরুদ শরীফের ফযিলত....................১
হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللہُ عَنْهُ এর উত্তম উট ২
প্রথম উপদেশ ৬
দ্বিতীয় উপদেশ ৬
তৃতীয় উপদেশ.................... ৮
পছন্দনীয় বাগান আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিলেন ৯
বাঁকা মিসওয়াক ১১
মদীনার মাছ....................১৩

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

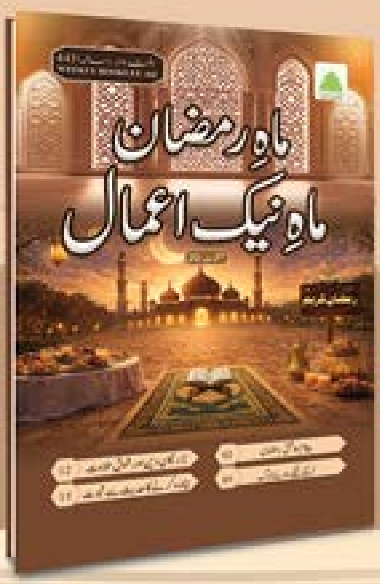

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net